পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

(বি.ই.এফ.আই-এর অন্তর্ভুক্ত)

১৮ এ, ব্রাবোর্ন রোড, কলকাতা-৭০০০০১

রেজি ঃ নং — ৪১৯৯

সার্কুলার নং- ০৩/২০১২ তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১২

সকল সদস্যর জন্য

প্রিয় সাথী,

আমাদের সংগঠনের ২০তম (নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

আমাদের সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি **কমরেড পরেশ চন্দ্র ঢালির** স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের সম্মেলন স্থল কলকাতা শহরের নামকরণ করেছিলাম **"কমরেড পরেশ ঢালি"** নগর।

আমাদের সংগঠনের অন্যতম সহ সভাপতি, আমাদের মুখপত্র 'মুখর' পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য **কমরেড কল্যাণ ভট্টাচার্য্যের** প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশ ও প্রতিনিধি অধিবেশন মঞ্চের নামকরণ করেছিলাম **"কমরেড কল্যাণ ভট্টাচার্য্য মঞ্চ"** (কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট)।

২১শে জানুয়ারি, ২০১২ কমরেড কল্যাণ ভট্টাচার্য্য মঞ্চে (কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট), কমরেড পরেশ ঢালি নগরে (কলকাতা) আমাদের ২০তম (নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আমাদের ব্যাঙ্কের সকল স্তরের কর্মচারীরা এই প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হন। আমাদের সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও অন্য সংগঠনের বিপুল সংখ্যক কর্মচারী ও অফিসার এই প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহিলা সদস্যদের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। হলভর্তি মানুষের উপস্থিতি এই প্রকাশ্য সমাবেশকে বর্ণময় এবং আক্ষরিক অর্থে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সকল স্তরের কর্মচারীদের সমাবেশে পরিণত করেছিল। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশ্য সমাবেশে আগত সবাইকে রক্তিম অভিনন্দন জানাই।

প্রকাশ্য সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ **ডঃ অশোক মিত্র**। কমরেড মিত্র ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পূর্বে ব্যাঙ্ক শিল্পের অবস্থা, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রেক্ষাপট, জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্ক শিল্পের সার্বিক বিস্তার, উদারনীতি গ্রহণের পূর্বে ও পরে ব্যাঙ্ক শিল্পের অগ্রগতি, সম্ভাবনা ও বিপদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আগামী দিনে ব্যাঙ্ক শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে রাখার সংগ্রামে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের, সাধারণ মানুষের সাথে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সর্বোত্তম গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গবাসী পরিবর্তনের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। অতীতে বামপন্থীদের কিছু ভুলের খেসারৎ এখন দিতে হচ্ছে। তিনি একথাও বলেন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ভালবাসার উপযুক্ত হওয়ার জন্য বামপন্থীদের প্রস্তুত হতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বর্তমানে যে নৈরাজ্য চলছে, পরিবহন কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দেনার দায়ে কৃষকদের আত্মহত্যার যে ঢল নেমেছে সে ব্যাপারে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সাধারণ সম্পাদক **কমরেড জয়দেব দাশগুপ্ত** তাঁর ভাষণে

বলেন পি.এন.বি শ্রমিক ইউনিয়ন, রাজ্যের ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শক্তি। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার টিকে থাকার সাফল্যে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রামী ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। কমরেড দাশগুপ্ত আগামী দিনে খান্ডেলওয়াল কমিটির সুপারিশ চালু করার প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আরও ব্যাপক সংগ্রামের লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকার অনুরোধ করেন।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সংগঠনের সহ সভাপতি **কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস** ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের অতীতের সাফল্যের জন্য কর্মচারীদের অভিনন্দিত করার সাথে সাথে আগামী দিনে সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কর্মচারীদের কাছে আবেদন করেন।

আমাদের ব্যাঙ্কের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন।

এ. আই.পি.এন.বি.ও.এ'র বর্ধমান অঞ্চলের জোনাল সম্পাদক **কমরেড অশোক দে** ও

কলকাতা অঞ্চলের জোনাল সম্পাদক **কমরেড স্বপন দে,**

পি. এন. বি. স্টাফ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক **কমরেড রাজেশ সিং,**

পি.এন.বি. এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক **কমরেড শঙ্কর নন্দী,**

পি. এন. বি. অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি **কমরেড চন্ডী ব্যানার্জ্জী,**

সকলেই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যৌথ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শেষ হয়।

২২শে জানুয়ারি ২০১২ সকাল ১০টায় কমরেড কল্যাণ ভট্টাচার্য্য মঞ্চে (কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিউট) সংগঠন সভাপতি কমরেড অলক দাস সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের পর শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখার গণসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সি.আই.টি.ইউ নেতা কমরেড জ্ঞানশঙ্কর মজুমদার। কমরেড মজুমদার বর্তমান সময়ে মিডিয়ার ভূমিকা এবং ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেন। ফিনান্স ক্যাপিটাল মিডিয়াকে কুক্ষিগত করে সংবাদ মাধ্যমকে তার হাতের পুতুলে পরিণত করে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ব্যাপক প্রচারের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে—একথা বলার সাথে সাথে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেন কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭ থেকে বামবিরোধী প্রচারের জন্য মিডিয়া জোটবদ্ধ হয়ে তাদের কাজ করে চলেছে। শ্রমিকবিরোধী প্রচার এখন মিডিয়ার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলে তিনি তার বক্তব্যে বলেন। এই আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য শ্রমিক কর্মচারীদের সমান্তরাল মিডিয়া গঠন করে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। কমরেড জ্ঞানশঙ্কর মজুমদার তাঁর ভাষণে আরও বলেন যে শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের অভিমুখের পরিবর্তন করতে হবে। শ্রমিক কর্মচারীদের রক্ষণাত্মক আন্দোলনের পরিবর্তে আক্রমণাত্মক আন্দোলন সংগঠিত করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই লাতিন আমেরিকার দেশগুলি যেভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছে তা আমাদের অবশ্যই অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। আয় ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২০১০ ও ২০১১ সালে যে সমস্ত কর্মচারী ব্যাঙ্কে নতুন কাজে যোগদান করে আমাদের সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি অভিনন্দন জানান। তাঁদের উদ্দেশ্যে কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। কমরেড বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে ব্যাঙ্ক শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে শূণ্যপদে লোক নিয়োগের দাবিতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের যে লাগাতার আন্দোলন এবং তারই ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিন বাদে ব্যাঙ্কে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পিছনে সংগঠিত ট্রেড

ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকা সকলকে স্মরণে রাখার আবেদন জানান। আগামীদিনে সংগঠনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা এবং আগামীদিনে সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয় রাত ৭টা ২০ মিনিটে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১২ সকাল দশটায় প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রথমে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৫তম জন্মদিন পালনের কথা সভাপতি কমরেড অলক দাস উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে জানান। ৪জন মহিলা প্রতিনিধি সহ ৪৭ জন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। পি.এন.বি. এমপ্লয়ীজ কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সম্পাদক সমবায়ের অগ্রগতি, বর্তমান কাজকর্ম এবং সুষ্ঠুভাবে সমবায় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। সংশোধনী ও সংযোজনী সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কমঃ মিলন দে কে সভাপতি এবং কমঃ অমিতাভ দে কে সাধারণ সম্পাদক করে আগামী দিনের নেতৃত্বের নামের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সম্মেলনের কাজ শেষ হয় সন্ধ্যা ৬টায়।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

(২) নতুন পেনশন প্রকল্পের বিরুদ্ধে।

(৩) গ্রাহক পরিষেবা, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার পক্ষে।

(৪) মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে।

(৫) শূণ্যপদে নিয়োগের দাবিতে।

(৬) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিলগ্নিকরণ—বেসরকারিকরণ ও সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে।

(৭) পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র রক্ষার লক্ষ্যে।

(৮) গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার দাবিতে।

(৯) যৌথ আন্দোলনের স্বপক্ষে।

(১০) কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ডাকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১২ সর্বভারতীয় শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে।

সংগঠনের সংবিধান সংশোধন করে আগামী দিনে সাবস্টাফ কর্মচারীদের সদস্য চাঁদা প্রতিমাসে ২৫ টাকা এবং সাবস্টাফ কর্মচারী ব্যতীত অন্য কর্মচারীদের সদস্যচাঁদা প্রতিমাসে ৫০ টাকা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই বর্ধিত চাঁদার হার আগামী ১লা এপ্রিল, ২০১২ থেকে কার্যকর হবে।

সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিণীর হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২০-তম রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রক্তিম অভিবাদন জানাই। এবারের সম্মেলনের আহ্বান হলো—**সাধারণ সদস্যদের সাথে একাত্ম হয়ে নেতৃত্বকে সংগঠন পরিচালনা করতে হবে এবং সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে যৌথ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।**

সমস্ত দিক থেকে সম্মেলনকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন ও আন্তরিক ভালবাসা।

পদাধিকারীদের নাম সহ নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সাধারণ পরিষদ সদস্যদের নামের তালিকা সংযোজিত হয়।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ—

সাধারণ সম্পাদক

নির্বাচিত পদাধিকারীদের তালিকা

সভাপতি	কমঃ মিলন দে
সহ সভাপতি	কমঃ প্রদীপ বিশ্বাস
	কমঃ অঞ্জন গাঙ্গুলী
	কমঃ বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জী
	কমঃ সত্যব্রত দত্ত
	কমঃ অলোক মজুমদার
	কমঃ সুকৃৎ মিত্র
সাধারণ সম্পাদক	কমঃ অমিতাভ দে
সম্পাদক	কমঃ অনুপম মিত্র
যুগ্ম সম্পাদক	কমঃ সুব্রত চ্যাটার্জ্জী
	কমঃ শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত
	কমঃ পিনাকী রায়চৌধুরী
	কমঃ অলোক কুমার রায়
	কমঃ অবনী চ্যাটার্জ্জী
আঞ্চলিক সম্পাদক	কমঃ বুদ্ধদেব দাস
	কমঃ নিত্য দাস
	কমঃ এম. এইচ. সিদ্দিকী
সাংগঠনিক সম্পাদক	কমঃ সুজিত ঘোষ
	কমঃ অলোক দত্ত
	কমঃ বল্লাল সেন
মুখ্য কোষাধ্যক্ষ	কমঃ অনিমেষ সুর
সহ কোষাধ্যক্ষ	কমঃ দীপক মজুমদার

নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের তালিকা

কমঃ অলক দাস
" অচিন্ত্য নিয়োগী (পুরুলিয়া)
" অভয়পদ রায় (বালুরঘাট)
" অনাদি লাহা (ইটাচুনা)
" আশিষ শীল (নিউ মার্কেট)
" গৌতম দাস (খড়গপুর)
" তপন সাহা (বহরমপুর)
" তুষার চক্রবর্ত্তী (ধর্মতলা)
" দেবাশিষ দাস (খড়গপুর)
" পি. কে শ্যাম (হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি)
" প্রণব চক্রবর্ত্তী (হালিশহর)
" প্রবীর মন্ডল (কন্টাই)
" বল্লরী ভৌমিক (এটিএম)
" বারিদ বরণ দাস (সার্কেল অফিস, কলকাতা)
" বিদ্যুৎ ব্যানার্জ্জী (লায়ন্স রেঞ্জ)
" বি. কার্তিকেয়ন (চারু এ্যাভিনিউ)

কমঃ বিমান রায়চৌধুরী (কুলবনি)
" রত্না ঘোষ (আই.বি.বি.)
" রামতনু দত্ত (শিবপুর)
" রঞ্জিৎ পাল (জয়পুর, বাঁকুড়া)
" লিপিকা চক্রবর্ত্তী (লায়ন্স রেঞ্জ)
" শিখা ঘটক (মানিকতলা)
" শান্তনু হালদার (মেদিনীপুর)
" শক্তিপদ কুলভী (তমলুক)
" সনোজিৎ রায় (হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি)
" স্বপন সরকার (ব্রাবোর্ণ রোড)
" সুতপা চক্রবর্ত্তী (লায়ন্স রেঞ্জ)
" সুনয় বিশ্বাস (লায়ন্স রেঞ্জ)
" সুজয় চক্রবর্ত্তী (বারুইপুর)
" সোমনাথ চ্যাটার্জ্জী (ক্লাইভ রো)
" সোমনাথ দাশগুপ্ত (আরসিসি. কলকাতা)

স্থায়ী আমন্ত্রিত

কমঃ রাজা রাম মুখার্জ্জী
কমঃ সুধীর কুমার দাস
কমঃ মোতি ভট্টাচার্য

নির্বাচিত সাধারণ পরিষদ সদস্যদের তালিকা

কমঃ অশোক পাল (হাবড়া বাজার)
" অভিজিৎ সরকার (সাউথগড়িয়া)
" অমিতাভ সেন (বিলাসপুর)
" অশোক বেড়া (নিমডাঙ্গি)
" আইকা বালাজি (চৌতারা)
" এ. আর নাগর (সিডিপিসি, কলকাতা)
" এ. ডি. সরখেল (জি. টি. রোড, বর্ধমান)
" কালীনারায়ণ মজুমদার (মার্কেটিং সেল, কলকাতা)
" কালান্দর আনসারি (পুরুলিয়া)

কমঃ গৌতম মজুমদার (বেলিয়াঘাটা)
" গৌতম ঘোষ (গড়িয়াহাট)
" চারুলাল মিস্ত্রি (পাঁচগেরিয়া)
" জয়ন্ত ঘোষ (গোপীনাথপুর)
" তাপস চ্যাটার্জ্জী (বারাসাত)
" তুষার পাত্র (সি. আর. এ্যাভিনিউ)
" তিমির মন্ডল (গড়িয়া)
" দেবব্রত চক্রবর্ত্তী (আই. আই. টি, খড়্গপুর)
" দীপক নস্কর (ভি. এম. এ., চৈতন্যপুর)

কমঃ দিলীপ মাইতি (নন্দীগ্রাম)
" দীপঙ্কর কুমার (গুপ্তিপাড়া)
" দেবাশিষ মিশ্র (রায়গঞ্জ) (স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য)
" নৃসিংহ প্রসাদ সরকার (ও. সি. টি. এম., কলকাতা)
" নিতাই মন্ডল (আলিপুর, চেতলা)
" নারায়ণ শীট (ভগবানপুর)
" পার্থ রায় (হেস্টিংস, কলকাতা)
" পুলক ব্যানার্জ্জী (বড়বাজার)
" পূর্ণেন্দু শেখর রায় (জে.এন.এম.রোড)
" পীযূশ ভৌমিক (গার্ডেনরীচ, কলকাতা)
" প্রশান্ত ভৌমিক (সেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা)
" প্রভাত মন্ডল (আমতলা)
" প্রশান্ত কবিরাজ (নাচানরোড, দুর্গাপুর)
" বাদল বেরা (কুলবনি)
" বাচ্চেলাল যাদব (দুর্গাপুর কারেন্সি চেষ্ট)
" বিশ্বনাথ দাস (ইছাপুর, কলকাতা)
" বিকাশ রায় (কৃষ্ণনগর)
" ভাস্বতী দাস (ব্রাবোর্ণ রোড)
" মঞ্জু দত্ত (গড়পার)
" মনোজিৎ ঘোষ (জোনাল অডিট অফিস,কলকাতা)

কমঃ মহাদেব সাঁতরা (নিউমার্কেট)
" মানিক দাস (ডানলপ)
" মালা দে (মার্কেটিং সেল, কলকাতা)
" মিতালী পাল (বস্তিনবাজার, আসানসোল)
" মৃদুল রায় (চন্দননগর)
" রঘুনাথ বসু (সল্টলেক সেক্টর—১)
" রমা চট্টরাজ (ক্লাইভ রো)
" শঙ্কর ঘোষ (ব্রাবোর্ণ রোড)
" শাশ্বতী দে (আর.সি.সি. কলকাতা)
" শিবশঙ্কর সাহা (বি. কে. পাল)
" শৈলেন শিকারী (শিয়ালদহ)
" শুভঙ্কর দে (মেচেদা)
" শুভাশীষ গুহ (মশিয়াড়া)
" সমর দাস (কমলাপুর)
" সুব্রত চক্রবর্ত্তী (চাঁদরা)
" সুনীল কুমার গুপ্তা (শঙ্করপুর)
" সুব্রত দেব (জলপাইগুড়ি)
" সুজিত সরকার (হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি)
" সৈকত পাল (মালদহ)